পূর্ণিমা-সম্মেলন

বাংলা সাহিত্য-সভা

ইতিহাস

ও

কার্য্য-বিবরণী

[সন ১৩৩৮ সাল হইতে সন ১৩৪৩ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য ,
সম্পাদক ।

নবদ্বীপ রাধা প্রেসে
মুদ্রিত।

বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির

-সদস্যবৃন্দ-

সভাপতি—

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহঃ সভাপতি—

শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।

সম্পাদক—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।

সহঃ সম্পাদক—

শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী।

শ্রীননীগোপাল বসু।

অন্যান্য সদস্য—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভবপতি মৈত্র।

শ্রীশিবব্রত গোস্বামী।

শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ—

১। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।

২। শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী।

৩। শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী।

৪। শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

৫। শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আইন-পরামর্শদাতা—

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ গোস্বামী, এম্-এস্ সি, বি-এল্;
উকীল, জজ্ কোর্ট; কৃষ্ণনগর।

পরামর্শ সমিতি—

১। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্।
বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক ও পূর্ণিমা-সম্মেলন
সাহিত্য-সভার পরামর্শ সমিতির সম্পাদক।

২। কবিবর শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ।

৩। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার,
এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন।
সদস্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরের সম্পাদক।

৬। শ্রীযুত মতিলাল রায়,
সম্পাদক, প্রবর্ত্তক পত্রিকা ও প্রধান
সভাপতি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।

—

বিন্দেম দেবতাম্ বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্

পূর্ণিমা-সম্মেলন।

বাংলা-সাহিত্য-সভা,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৩ সাল
সোমবার।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, সমবেত পূর্ণিমা-সম্মেলনের সদস্য মহোদয় ও মহিলাগণ!

আপনাদের সহিত একান্তভাবে মিলিত হইবার সুযোগ, আজ এই প্রথম নয়—বহুবার ঘটিয়াছে। আপনারা যে এই সাহিত্য সভাটিকে জাতির সত্যকারের শিক্ষার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া ইহার প্রতি আহ্বানে এমনি করিয়া সাড়া দিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা এতদিন আমাদের উপর যে গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য-পদ্ধতি কি ভাবে চলিয়াছে,—একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আপনাদের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য,
কার্য্যকরী সমিতির পক্ষে সম্পাদক।

বিন্দেম দেবতাম্ বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্।

নবদ্বীপ পূর্ণিমা-সম্মেলন—বাংলা সাহিত্য-সভার

ইতিহাস ও কার্য্যবিবরণী

—:*:—

১৩৩৮ সাল হইতে ১৩৪৩ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত।

আরম্ভ।

নবদ্বীপ প্রাচীনকাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নব্য-ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্র ভারতের তথা পৃথিবীর বুকে এক নব জাগরণ তুলিয়াছিল। প্রেম ও ভক্তির নূতন আদর্শ বোধ করি এখানকার মত এত সুন্দর করিয়া আর কোথাও প্রচারিত হয় নাই। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বৃদ্ধ প্রাণে প্রাণে মিলনের জয়গান গাহিয়া এমন করিয়া বুঝি আর কোথাও সাম্যের জয় ঘোষণা করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে বাংলায় যে বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—সেই গানের সুরের পরশ লাগিয়াই যে তাহা তখন অনবদ্য ও চিত্তস্পর্শী হইতে পারিয়াছিল এ-কথা বলিলে আদৌ বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যাহা হউক, তাই বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ গর্ব্বও করিতে পারি না।

বিস্মৃত

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় সম্পদে তথা বৈশিষ্ট্যের প্রতি মমতা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-ভাষার প্রতিও যে প্রচুর অনাদর করিয়াছিলাম, এ-কথা নিতান্ত লজ্জার হইলেও মর্ম্মন্তুদ সত্য। আমরা কিছুদিনের জন্য যেন একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, আমরা বাঙালী—বাংলাই আমাদের মাতৃ-ভাষা। আপন মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিমাতাকে সমাদর করিতে চাহিয়া লজ্জা ও অবমাননা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। এই দারুণ দুর্দ্দিনের প্রভাব নবদ্বীপও আদৌ এড়াইতে পারে নাই। ফলে, বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন এখানে যেন এককালে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু তাহার মাতৃ-ভাষা অনুরাগের ক্ষুদ্র দীপ শিখাটি যেন ক্ষীণ রশ্মিতে শিবরাত্রির সলিতার মত পরবর্ত্তীগণকে পথ দেখাইবার জন্যই বাঁচিয়াছিল।

সূচনা

যতদিন না আমরা মাতৃভাষার সমাদর করিতে শিখিব ততদিন আমাদের যথার্থ মঙ্গলের কোন আশাই নাই। তাই, এই নবদ্বীপের মত স্থানে বাংলা-সাহিত্য সভার প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই অভাব পূরণের জন্য জল-বুদ্বুদের মত অনেক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টিও করিয়াছিল। কিন্তু, কিভাবে জাতির চিন্তা-ধারা সমাজের ও রাষ্ট্রের উপকারে আসিতে পারে; কি ভাবে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে; অথবা, কিভাবে সকলের মধ্যে স্থায়ী মিলন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার কোন পথ নির্দ্দিষ্ট না-থাকার বোধ করি এই সকল সাহিত্য-সভার স্থিতিকাল দীর্ঘ হইতে পারে নাই।

এইরূপ অবস্থার মধ্য দিয়াই পূর্ণিমা সম্মেলনের অভ্যুদয়। রাকা চাঁদ স্বচ্ছ আকাশে তেমনি সমুজ্জ্বল। তাহার

উদ্দেশ্য

ভরা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কৃপণতার লেশ মাত্র নাই। তাহার পরিপূর্ণ সম্ভারে পৃথিবীর প্রাণী সম্পদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহাইয়া দেয়। তেমনি, পূর্ণিমা সম্মেলনও তাহার ভরা ঐশ্বর্য্যের তরঙ্গ বহাইয়া চিরন্তন মানব-মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সুখ-দুখ, হাসি-কান্নার মধ্য দিয়াই যেন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়—ইহাই তাহার একমাত্র কাম্য। ললিত কলার অনুরাগী, শিল্পী ও সাহিত্যসেবী মাত্রেরই এই সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মৌলিক গবেষণা এবং চিন্তাশীল সরস রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আলাপ ও আলোচনা, বক্তৃতা ও বিতর্কের ভিতর দিয়া সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন ও পুষ্টিসাধন, গুণী, জ্ঞানী, কবি ও মনীষীগণকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা; বক্তা, শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মধুচক্র নির্ম্মাণ; সাহিত্য-সাধনার উপযোগী এক নিজস্ব পাঠাগার স্থাপন এবং সম্ভবপর হইলে সম্মেলনে সমালোচিত গদ্য, পদ্য লইয়া একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতিও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

এই সকল উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে গত পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে আমরা যাহা যতটুকু করিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই সাহিত্য-সভা যে-দিন রূপ পরিগ্রহণ করিল, সে এক স্মরণীয় দিন। সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ আচার্য্য তাঁহার

ইতিবৃত্ত

সহকর্ম্মী-বন্ধু শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীযুত

আনন্দগোপাল গোস্বামীর নিকট তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলে, সকলে এক অপরিসীম উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। এই তরুণ মনের আত্মপ্রকাশ কি ভাবে ও কোথায় গিয়া তাহার সীমারেখা টানিয়া দিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও হিন্দু স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারাও অপরিসীম উৎসাহ ও ভরসা দিয়া এই কার্য্যে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলেন। তাঁহাদিগের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা পাইয়া পূর্ণিমা সম্মেলন আজ বহু বাধা অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠবর্ষে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

জন্মতিথি

ভগবান বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানবকে এক মহা সম্মেলনে মিলিত হইবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। বোধ করি, সেইরূপ পূর্ণিমা-সম্মেলনও সাহিত্যের দিক্ দিয়া সমস্ত নর-নারীকে সম্মিলিত হইবার সুযোগ একদিন দান করিতে পারিবে বলিয়াই সেই পুণ্য-তিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাই, সে তাহার সারা বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় তাহার উৎসব আয়োজনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

প্রথম সংকল্প

সে-সকল সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিগত-ভাবে নিজেদের সাধনা লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। যাহাতে তাঁহারা একত্র হইয়া এক মহামিলনের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারেন, পূর্ণিমা-সম্মেলনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

নবদ্বীপে এতদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুখ্যভাবে সাহিত্য লইয়া আলাপ ও আলোচনা হয় নাই। কিন্তু শিক্ষিত

মানব-মন সামান্য পরিসর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না ; সে আরও বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সংস্কৃতগত

দ্বিতীয় সংকল্প শিক্ষা ও চিন্তাধারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করে। এই জন্য পূর্ণিমা-সম্মেলন সকলকে একত্র করিয়া স্বতন্ত্রভাবে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য সাধনার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে এতদিন বঙ্গভাষার অনুশীলনে তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে

তৃতীয় সংকল্প মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিলে বিশ্বের দৈনন্দিন গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা যায় না ; সেই জন্য কাহারও জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণিমা-সম্মেলন তাহার বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা এতদিনে তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, আজ বহু সংস্কৃত অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীকে সাহিত্য-সভার সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাহিত্য ও চারু-কলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৃষ্টিই হইল সুরুচি ও সৌন্দর্য্য-বোধ সৃষ্টির প্রতি। এই সত্য অনুভূতিই মানুষকে

চতুর্থ সংকল্প উচ্চস্তরে জীবন-যাপন করিতে সহায়তা করে। সত্যের প্রকাশ ও অনাবিল ভোগই মানুষের দৈন্য ঘুচাইয়া অপরিসীম প্রাণ-প্রাচুর্য্য আনিয়া দেয়। পূর্ণিমা সম্মেলন এ বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে একটি নূতন প্রেরণা আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

নর ও নারী—উভয়েরই সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি। এজন্য অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ পর্য্যন্ত যাহাতে

পঞ্চম সংকল্প সাহিত্য সাধনার সমান অংশভাগিনী হইতে পারেন, পূর্ণিমা সম্মেলন সে সম্বন্ধে যথোচিত অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ তাই বহু মহিলাগণের মনের

হস্তের নৈবেদ্য সম্ভার লইয়া এই সম্মেলন সদস্যগণকে অভিবাদন জানাইতেছে।

প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্য ও সঙ্গীত কেবল মাত্র মনোবিলাস বা অবকাশ রঞ্জনের উপকরণ নহে। জীবনের রসাস্বাদনের জন্য সত্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উহার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা প্রত্যেক মনীষীই স্বীকার করেন। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যের চিন্তাধারা ও রসানুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে, সে জাতি তত উন্নত হইয়াছে।

প্রথম সভা

এই মহৎ সংকল্পকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় নিম্নলিখিত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্পাদকের গৃহে প্রথম অধিবেশন হয়। (১) শ্রীযুত কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, (২) শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্যতীর্থ (৩) শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক (৪) শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ (৫) শ্রীযুত ননীগোপাল বসু, বি-এ (৬) শ্রীযুত করালীকিঙ্কর আচার্য্য, (৭) শ্রীযুত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৮) শ্রীযুত দামোদর কবিরাজ, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ।

এই অধিবেশনের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব হয় যে,—(১) যথার্থ সাহিত্যিক বা কলানুরাগী ব্যক্তি অর্থ-কৃচ্ছ্রতা বশতঃ সভার চাঁদা দিতে অসমর্থ হইলেও সাদরে এই সভার সভ্য পদে বৃত হইবেন।

(২) যে সকল ব্যক্তি এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের নিকট সম্ভ্রমের সহিত অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা যেন শিক্ষাভিমানকে অযথা প্রশ্রয় না দিয়া যথার্থ আন্তরিকতার সহিত এই সাহিত্য সভাটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন।

সাহায্যবার্ষিক চাঁদা

সন ১৩৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই সভার কোন মাসিক বা বার্ষিক চাঁদার নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হয় নাই, দাতার ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। কিন্তু সভার কার্য্যের জন্য ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায়, সন ১৩৪০ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত মাসিক এক আনা করিয়া চাঁদা ধার্য্য করা হয়। এই মাসিক ব্যবস্থার কার্য্যে অসুবিধা হওয়ায় এবং সভার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সন ১৩৪৩ সাল হইতে বার্ষিক চাঁদার হার এক টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সামাজিক পরিস্থিতি

গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ ব্যতীত সম্মেলন যে কয়েকটী আলোচনা বৈঠকের অধিবেশন বসাইয়াছিল তন্মধ্যে শরৎচন্দ্রের "বিলাসী" পুস্তকের বিতর্ক সভায় যেরূপ সামাজিক চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল এখনও তাহা বহু সদস্যের স্মৃতিতে সজাগ থাকাই সম্ভবপর। সভ্য এবং সভ্যেতর বহু শিক্ষিত সজ্জন এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু ও ফলশ্রুতি লইয়া বহু প্রকার সুচিন্তিত আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন রক্ষণশীল দিন কতক এই সম্মেলনকে প্রগতি পন্থীদেরই মত-বাহক মনে করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। তৎকালীন স্থানীয় "নবদ্বীপ" পত্রে দীর্ঘ ছয় সাত মাস ব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনও চলিয়াছিল, কিন্তু সত্য চিরদিনই জয়যুক্ত হয়। পূর্ণিমা সম্মেলনের উত্তরোত্তর বিভিন্ন মুখী কর্ম্ম-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে পূর্ণিমা-সম্মেলন কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ অথবা কোন মতবাদ বিশেষ প্রচার করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। জাতি ও রাষ্ট্রের জীবনে যে সকল সামাজিক সমস্যা অপরিহার্য্যরূপে জাগিয়া উঠিতেছে তাহার সমাধানকল্পে সামাজিক-

গণের অনুভূতি উদ্বোধন করিবার কঠোর দায়িত্ব সাহিত্য-সেবার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই পূর্ণিমা-সম্মেলন সময় সময় এইভাবে সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টির সহায় হইয়া আসিতেছে।

বিজয়া সম্মেলন

এই সাহিত্য-সভার পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠান ইহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া স্থানীয় সপ্তম এডওয়ার্ড এ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বাৎসরিক "বিজয়া-সম্মেলন" উৎসব সম্পাদন করিবার ভার পূর্ণিমা-সম্মেলনের উপরে অর্পণ করেন। পূর্ণিমা-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের সাধ্যানুসারে সন ১৩৩৮ সালের বিজয়া দশমীর দিন উহা সম্পন্ন করেন। এই প্রীতি উৎসব ইহার পূর্বে এমন করিয়া বহু নর-নারীকে একত্র করিয়া সঙ্গীত, সাহিত্য, আবৃত্তি ও চারুকলার সমাবেশের সঙ্গে পরস্পরের মিলন ঘটাইতে পারে নাই। তজ্জন্য লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ-যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ইহার ব্যয় ভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া সম্মেলনকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছেন।

পূর্ণিমা সম্মেলনের পাঠাগারের অভাব, স্থানীয় লাইব্রেরীতে প্রতিনিধি প্রেরণ

পূর্ণিমা-সম্মেলনের নিজস্ব কোন পাঠাগার না থাকায় প্রবন্ধ লেখক-গণের পক্ষে কিরূপ অসুবিধা হইতে পারে, সহজেই অনুমেয়। সাহিত্য-সভার প্রাণই হইল, নিজস্ব পাঠাগার। এই অভাব অনুভব করিয়া আংশিক-ভাবে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য মৎ-প্রাণ স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয় একশত টাকার পুস্তক সম্মেলনকে দান করেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ উক্ত পুস্তক সমূহ স্থানীয় এডওয়ার্ড লাইব্রেরীতে দান করিয়া একজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে আশা ছিল যে, এই সম্মেলনের সহিত উক্ত

লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়—সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে, উক্ত লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয় নিজ দায়ীত্বে একবার কতকগুলি পুস্তক একমাসের জন্য সাহায্য করিয়া সম্মেলনকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই লাইব্রেরীতে প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র-নাথ আচার্য্য; পরে শ্রীযুত অনিলকুমার গোস্বামী

লাইব্রেরীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পূর্ণিমা-সম্মেলনের প্রতিনিধি ও অন্যান্য কতিপয় সদস্য এই লাইব্রেরীর কার্য্যকরী-সমিতিতে আসিয়া কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলেন। যাহাতে এই সমস্ত অচিরে বিদূরিত হয়, পাঠকবর্গ তথা এই সম্মেলন বিশেষভাবে উপকৃত হয়; সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য পুস্তক ক্রয়, পুঁথির তালিকা প্রণয়ন, পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত এবং আইন প্রণয়ন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।

স্থানীয় পাঠাগার সংস্কার

কিন্তু ইহাতেও সম্মেলনের পুস্তকের অভাব পূর্ণ না হওয়ায় নিজস্ব একটি পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে। এই পাঠাগারে শোভাবাজারের মহারাজা শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীযুত দিগিন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ, স্বর্গীয় শ্রীযুত কালিদাস বাগচী এম্ এস্-সি, বি-সি-এস ও সুকবি শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ, প্রভৃতি মহোদয়গণ পুস্তক ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সম্মেলনের নিজস্ব পাঠাগার

হীরক জুবিলী উৎসবে পূর্ণিমা-সম্মেলনের সাহিত্য সভা

স্বর্গীয় শ্রীযুত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্কুলের ষষ্টীতম বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ তাহার হীরক জুবিলী উৎসব-সভা পূর্ণিমা সম্মেলনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা

এই সাহিত্য-সভার সভ্য না হইয়াও যাঁহারা এ যাবৎকাল সহযোগিতা করিয়া সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বাগচী, চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি; সর্দ্দার শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্-এস-সি, এম-আর-এ এস, প্রধান শিক্ষক হিন্দু হাইস্কুল; শ্রীযুত শশিভূষণ তরফদার, এম-এ, বি-টি, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রধান শিক্ষক বকুলতলা হাইস্কুল, শ্রীযুত দাশরথি দত্ত, ম্যানেজার বীণাপানি ষ্ট্রিং কন্সার্ট ক্লাব; শ্রীযুত যুগলকৃষ্ণ দাস, বাণীকণ্ঠ; পণ্ডিত শ্রীযুত বীরভদ্র রথ শর্ম্মা, পঞ্চতীর্থ; অধ্যাপক শ্রীযুত অমরনাথ তর্কতীর্থ; সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত সুধাময় গোস্বামী; শ্রীযুত পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুত শশিভূষণ সরকার; শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন; শ্রীযুত অমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীমতী সাবিত্রী রায়, সম্পাদিকা, নারী-মঙ্গল সমিতি; শ্রীমতী বিরজা মোহিনী দেবী, শিক্ষয়িত্রী, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়; শ্রীমতী সরযূ বালা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষয়িত্রী, তারা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়; শ্রীমতী অর্পণা নন্দী প্রমুখ ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া গণকে সম্মেলন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে, বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার শ্রীযুত উদয় চাঁদ মহাতাব

বাহাদুর, বি-এ ও শ্রীযুত মন্মথ কুমার রায় এম্-এ, বি-এল ; সাবজজ ঢাকা ; প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্র-মহোদয়গণ এই সম্মেলনের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটও এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

এই সম্মেলনের সভ্যগণের রচিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদিকে মর্য্যাদা দান করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভার সম্পাদক শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, কুমার শ্রীযুত মুনীন্দ্র দেব রায় ও বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়গণ যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও এই সম্মেলন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

সর্ব্বশেষে, আমাদের বলা ও না-বলার মধ্যে অন্যান্য যে সকল মহিলা ও মহোদয়গণ এই সম্মেলনের কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন ; যাঁহারা অধিবেশনের পর অধিবেশনে যোগদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা আজও সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন আজ পূর্ণিমা-সম্মেলন সানন্দে জানাইতেছে।

আশা করি, এই সহযোগ পাইয়া পূর্ণিমা-সম্মেলন তাহার প্রতিটি সভায় এমনি করিয়াই বছরের পর বছর সাধারণের প্রীতির চক্ষে গৌরবান্বিত হইয়া চলিবে।

সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক

এই সাহিত্য-সভার সদস্যগণের স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সঙ্গীতাদির উৎকর্ষের জন্য যে কতিপয় রসজ্ঞ ব্যক্তি সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক দান করিয়া সম্মেলনের সত্যকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও দান—

(১) রাধারাণী সুবর্ণ পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীতের জন্য পুরস্কৃত :—

দাতা—শ্রীযুত রমেশচন্দ্র আচার্য্য বি-এস-সি।

(২) রৌপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তন গানের জন্য পুরস্কৃত :—

দাতা:—আব্‌দুল ওয়াহিদ।

(৩) হরেন্দ্রনাথ রৌপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যাগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতার জন্য পুরস্কৃত—

দাত্রী :—শ্রীমতী সবিতা দেবী (ডাঃ শ্রীযুত মোহিন মোহনী গোস্বামী, বি-এস্-সি, এম-বি মহোদয়ের স্ত্রী।)

(৪) নিশানাথ রৌপ্য পদক—কেবলমাত্র মহিলা সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—

দাত্রী :—শ্রীমতী সুষমা দেবী (স্বর্গীয় নিশানাথ গোস্বামী মহোদয়ের স্ত্রী।)

(৫) রৌপ্য পদক—সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা সদস্যাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—

দাতা :—ডাঃ শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এস-সি, এম-বি।

(৬) রৌপ্য পদক—সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য পুরস্কৃত—

দাত্রী :—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, (শ্রীযুত পঞ্চানন গোস্বামী মহোদয়ের স্ত্রী) পি, পি ; ভারতবর্ষ।

(৭] অমরেন্দ্র নাথ রৌপ্য পদক—সম্মেলনের সদস্য এবং অন্যান্য পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কৃত—

দাতা:—শ্রীযুত প্রদ্যোতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়

আজ আমাদের খুবই আশার ও আনন্দের কথা যে, সাহিত্যিক-গণের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও একমাত্র সম্মেলনের অনুপ্রেরণায় এই কয় বৎসরের মধ্যে সভ্যগণের নিকট হইতে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা, গান প্রভৃতি উপহার পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের অনেক লেখাই বসুমতী, বিচিত্রা, অর্চ্চনা, বঙ্গশ্রী, প্রবর্ত্তক, দেশ, নবশক্তি, খোকা-খুকু, শিশুসাথী, রিক্তা, আসান-সোল হিতৈষী, পল্লীবাণী, নবদ্বীপ, পত্রিকা প্রভৃতি বহু সাময়িক কাগজে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাছাড়া, কবি শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের রচিত "সাধের বীণা" নামক একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য লেখকের রচিত আরও দুইখানি পুস্তক খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। নিম্নে লেখক ও রচনা প্রদত্ত হইল—

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালে

বিষয়	নাম
১। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্যতীর্থ।
২। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৩। সাহিত্যসভার প্রয়োজন (প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল বসু, বি-এ।
৪। বাংলা সাহিত্যে দীনতা (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।
৫। বিড়ম্বনা (গল্প)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।
৬। কাব্য সাহিত্যের প্রগতি (প্রবন্ধ)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।

বিষয়	নাম
৭। প্রথম শ্রেণীর কাব্য কাহাকে বলিব ? (আলোচনা)	
৮। আশা (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ আচার্য্য।
৯। শরচ্চন্দ্রের "বিলাসী" গল্পের সমালোচনা	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
১০। গান	পণ্ডিত শ্রীশ্রীশ চন্দ্র জ্যোতীরত্ন।
১১। শাস্ত্রের শাসন (প্রবন্ধ)	শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী এম্-এ।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সালে

১২। বনমালা (কবিতা)	সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
১৩। সাগরিকা (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
১৪। সাহিত্যে নারীর স্থান (আলোচনা)	

বঙ্গাব্দ ১৩৪০ সালে

১৫। বন্দিনী (গল্প গাথা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
১৬। গান	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
১৭। বাংলা সাহিত্যে নারী (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ।

বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সালে

১৮। নটরাজ (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
১৯। দীপ্তি (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
২০। পরশনি (কবিতা)	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী, ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
২১। নব্য-ন্যায়ে বাঙালী (প্রবন্ধ)	শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, তর্কতীর্থ।

বঙ্গাব্দ ১৩৪২ সালে

২২। সঙ্গীত	শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।

বিষয় নাম

২৩। সতীর অভিশাপ (কবিতা) শ্রীআনন্দগোস্বামী কাব্যতীর্থ।

২৪। অভিশাপ বর (কবিতা) শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী।

২৫। বৈষ্ণব সাহিত্যে রসবস্তু (প্রবন্ধ) পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।

২৬। সঙ্গীত শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।

২৭। সৃষ্টির ইতিহাস (প্রবন্ধ) শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই এম্-আর-এ-এস্।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ সালে

২৮। সঙ্গীত শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ

২৯। বন্দী ভগবান (কবিতা) শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।

৩০। সুর ও বাণী (নিবন্ধ) শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি-এ।

৩১। ভাঙন (গল্প গাথা) শ্রীঅনিলকুমার গোস্বামী।

৩২। নবদ্বীপে মাধুকরী তথা বৈষ্ণব মাধুকরী (প্রবন্ধ) শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

৩৩। কবি ও রাজনীতিক (প্রবন্ধ) শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।

৩৪। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ (প্রবন্ধ) শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই, এম্-আর-এ-এস্।

৩৫। শেষের কবিতায় অমিত লাবণ্যচরিত (আলোচনা) শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী, বি-এ।

৩৬। সঙ্গীত আনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ।

৩৭। অভিসারিণী (কবিতা) শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।

৩৮। কেন বর্ষাকে আবাহন করি (নিবন্ধ) শ্রীসরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ।

বিষয়	নাম
৩৯। মেঘ প্রশস্তি (কবিতা)	শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।
৪০। আজু বাদর (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৪১। বর্ষায় কবি কালিদাস (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৪২। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে (কবিতা)	শ্রীমতী মালবিকা দেবী।
৪৩। ঝুলন (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায় এম্-এ, বি-এল। [সাবজজ]
৪৪। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত গদ্য কবিতার স্থান ও রূপ (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৪৫। মেঘ-দূত (কবিতা)	শ্রীমন্মথকুমার রায়, এম্-এ-বি-এল্, [সাবজজ]
৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ঐতিহাসিক বিচার (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি এইচ-ডি, পি-আর-এস্, ভাগবতরত্ন।
৪৭। সাথী (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৪৮। নায়িকা (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ।
৪৯। অপূর্ব্ব ঐক্যতান (কথিকা)	পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।
৫০। আবছায়া (গল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য।
৫১। এ শুধু জীবন লাগি (কবিতা)	শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।
৫২। একটি দিনের ভুল (গল্প)	শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।

ইহা ছাড়া, সম্বর্দ্ধনা বৈঠকের, মেঘদূত উৎসবের ও দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি মহোদয়গণকে পূর্ণিমা-সম্মেলনের লিখিত অভিনন্দন পত্র পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ বিদ্যার্ণব মহাশয় সংস্কৃত শ্লোকে, শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বাংলা কবিতায় ও গল্পে, শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয় বাংলা কবিতায় ও শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা কবিতার অভিনন্দন পত্রাদির দ্বারা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

ডক্টরেট

৪৬ সংখ্যক প্রবন্ধটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত করিয়া লেখক ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন এবং বাংলায় প্রবন্ধ লিখিয়া পি-এইচ্-ডি পাওয়া ইহাই প্রথম।

সম্বর্দ্ধনা বৈঠক

সন ১৩৪৩ সালের ২৫শে আশ্বিন ও ২৮শে কার্ত্তিক পর পর প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, মহোদয় এবং বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয়গণকে লিখিত অভিনন্দন পত্রাদির দ্বারা বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল কে-টি ও মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় নবদ্বীপে শুভাগমন করিলে সম্মেলন তাঁহাদেরও সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিল।

১৩৪৩ সালের মেঘদূত উৎসব

মনের নবীনতা ও সাহিত্যের রসানুভূতিকে রক্ষা করিতে হইলে রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা গত আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অমর কবি কালিদাসকে শ্রদ্ধা দিবার সময়েই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কাব্যে, সঙ্গীতে, সজ্জায় প্রকৃতির সাথে উৎসব সভা এক অনবদ্য শ্রী ধারণ করিয়াছিল, যাহার মধ্য হইতে সেই নিখিল-বিরহী-জনের করুণ ক্রন্দসী ধ্বনিত হইয়া সকলকে ভাবাকুল করিয়াছিল। আর, তারই অধিনায়কত্ব

করিবার ভার সেই আপন ভোলা বাংলার শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি শ্রীযুত কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের সুচারু হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কবিকে সম্মান দেওয়া নবদ্বীপবাসীর পক্ষে এর আগে বোধ করি, সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

বিশেষ অধিবেশন

এতদ্ব্যতীত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিবেশন হইয়াছিল ১৩৪৩ সালের ১০ই আশ্বিন। সুপরিচিত সুসাহিত্যিক শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস, মহোদয় ঐ দিনকার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা বিশ্লেষণে সাহিত্যের নির্ব্বাধ সাধনাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নীতি ও দুর্নীতির বিসম্বাদ তুলিয়া সাহিত্য-সাধনাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। তিনি বলেন, কোন্ সাহিত্য তাহার স্থায়ী আসন বিছাইতে পারিবে কালই তাহার প্রধান বিচারক। বর্ত্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে না পারিলে, আর আমরা বাঁচিব না। বিশেষ করিয়া সমাজের যে অরুন্তুদ ক্রন্দন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুর অন্তরে বার বার আঘাত করিতেছে তাহারই দিকে ফিরিয়া চাহিবার জন্য তিনি আবেগ ভরে আবেদন জানাইয়াছিলেন। বিতর্কের আর একটা দিক্ আলোচনা করিয়াছিলেন আমাদের অন্যতম চির সুহৃদ অধ্যাপক ডাঃ সুধেন্দুকুমার দাস এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলির অক্ষরে অক্ষরে যেন প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনন্ত অনুরাগ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছিল। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে এ দিনকার এই অধিবেশন বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল।

কেবলমাত্র সম্মেলনের সদস্যবৃন্দকে লইয়া সন ১৩৪২ সালের ৩রা চৈত্র ও সন ১৩৪৩ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে

সাহিত্য বাসর

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি ই, এম্-আর-এ-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটী সাহিত্য-বাসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ২০শে শ্রাবণ ১৩৪৩ সাল তারিখে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে আর একটি সাহিত্য-বাসর বসিয়াছিল। ইহা ছাড়া, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণও সময়ে সময়ে বিভিন্ন বৈঠকে এইরূপ বহু সাহিত্য-বাসরের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনা-সভায় শিখিবার ও জানিবার বিষয় প্রচুর ভাবেই ছিল।

বিশ্বের শান্তি-দিবস পালন

ব্রাসেলসের বিশ্ব মনীষীবর্গের আন্তরিক ইচ্ছায় রোম্যা রোঁল্যা, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হ্যারোল্ড লাস্কী প্রমুখ সুধীবর্গের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য পূর্ণিমা-সম্মেলনের সাহিত্য-সেবীগণ বিশ্বের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের সাথে নিখিল ভারতীয় শান্তি দিবস পালন করেন। এই সভায় বিশ্ব কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্বোধন বাণী পাঠ হইলে শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত অনিলকুমার গোস্বামী ও শ্রীযুত অনন্তকৃষ্ণ তর্কতীর্থ প্রমুখ সভ্যগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং মানুষে মানুষে প্রীতি ও সখ্য সম্বন্ধ সুরক্ষিত হইবার জন্য মনুষ্য সভ্যতার নিকট বিশ্ব কল্যাণের প্রার্থনা জানান।

শোক-সভা

এই সাহিত্য সভাটি না গড়িয়া উঠিতেই আমরা কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী মহানুভব ব্যক্তিকে চিরতরে হারাইয়াছি। বোধ করি, এত বড় ক্ষতি সহজে পূরণ করিয়া লইতে পারিব না। অমরেন্দ্রনাথ